বাকিবুর নিয়ে ইডি-দাবি

বালুর কন্যা ও স্ত্রীকে বিনা সুদে ৯ কোটি ঋণ!

স্টাফ রিপোর্টার: রেশন দুর্নীতি মামলায় বাকিবুর রহমানের কাছে ৯ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছিলেন প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। মন্ত্রী তাঁর মেয়ে ও স্ত্রীর নামে সেই ঋণ পেয়েছিলেন বিনা সুদে। এমনকী কোনও কাগজপত্রও দেখাতে হয়নি। তদন্তে এই তথ্য পেয়েছে ইডি। শনিবার আদালতে সেই দাবি করেছে তারা। কৃষকদের ধানের টাকাও আত্মসাৎ করার অভিযোগ উঠেছে তার বিরুদ্ধে। এই সংক্রান্ত আরও তথ্য জোগাড় করতে জেলে গিয়ে বাকিবুরকে জেরা করবেন ইডি আধিকারিকরা।

ইডির আইনজীবী জানান, বাকিবুরকে আরও জেরা করা প্রয়োজন। বিচারক ২২ নভেম্বর পর্যন্ত বাকিবুরের ফের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। এর মধ্যে ধান কিনতে সহায়ক মূল্যের টাকা নয়ছয় করারও অভিযোগ বাকিবুরের বিরুদ্ধে। তদন্তকারীদের দাবি, ভুয়া কৃষক সাজিয়ে ধানের টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে। আদালতে তারা জানিয়েছে, বাকিবুর নিজের ঘনিষ্ঠদের কৃষক সাজিয়ে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলিয়ে ধানের সহায়ক মূল্যের টাকা তাদের অ্যাকাউন্টে জমা করাতেন। বাকিবুরের ডেরায় তল্লাশি চালিয়ে ১০৯টি সরকারি স্ট্যাম্প পাওয়া গিয়েছে ইতিমধ্যে। তবে এই টাকা নয়ছয়ের পিছনে একা বাকিবুরের হাত নেই বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা। অনুমান, এখানেও ধৃত মন্ত্রীর যোগ রয়েছে। জ্যোতিপ্রিয়কেও তাই জেরা করতে চায় ইডি। এর মধ্যে একাধিক চালকল সিল করেছে তারা। সেখানকার কর্মীরা আদালতে এসে ইডির কাছে একটি আবেদন জমা দিয়েছেন। ইডির দাবি নিয়ে তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষের বক্তব্য, "সবটা তদন্তসাপেক্ষ। তবে এজেন্সি কাউকে ধরে রাখতে গিয়ে কোর্টে যে কথাগুলো বলে সেটা ধ্রুব সত্য ভাবার কারণ নেই। পরে দেখা যায় বাস্তব অন্য। বেআইনি টাকা জোগাড়ের এত তৎপরতা ইডির থাকলে কাঁথি পুরসভার সারদার বেআইনি টাকা ধরছে না কেন? তাতেই তো প্রকাশ হয়ে যাবে শুভেন্দু অধিকারী সারদাকর্তাকে নিয়ে গিয়েছিল কাঁথিতে।"

অর্জুনের মন্তব্য ঘিরে জোর চর্চা

স্টাফ রিপোর্টার, বারাকপুর: দুর্নীতির অভিযোগে দলের একের পর এক নেতা মন্ত্রীকে গ্রেপ্তার করেছে কেন্দ্রীয় এজেন্সি। এনিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হয়েছে তৃণমূল। এরইমধ্যে সাংসদ অর্জুন সিংয়ের মন্তব্য, এজেন্সির সঙ্গে লড়তে গেলে নিজেদেরও ঠিক থাকতে হবে। একইসঙ্গে লোকসভা ভোটের আগে দলে আত্মশুদ্ধির ডাক দিয়ে তাঁর সংযোজন, নাককাটা, গালকাটা, কানকাটাকে বুথে বসতে দেওয়া যাবে না। শুক্রবার জগদ্দলের শ্যামনগরে দলের বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠানে বারাকপুরের সাংসদের এই বক্তব্যর ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই চর্চা শুরু হয়েছে। প্রকাশ্য মঞ্চে অর্জুন সিংকে বলতে শোনা গিয়েছে, এজেন্সির সঙ্গে লড়তে গেলে নিজেদেরও ঠিক থাকতে হবে। দল যা সিদ্ধান্ত নেবে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে কথা বলবেন আমাদের সেইমতো চলতে হবে। এরপরই মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসা করে তিনি বলেন, বাংলার রাজনীতিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো আর কেউ চেনেন না। উনি কোনও পদক্ষেপ নিলে সবাইকে সমর্থন করতে হবে। ঠিক-ভুল মানুষ বিচার করবেন। একই মঞ্চ থেকে দলে আত্মশুদ্ধির ডাক দেন তিনি। সাংসদের কথায়, দলের কিছু জনের জন্য যদি দলেরই সমস্যা হয়, আমি মনে করি, সেই লোককে দলে না রাখাটাই ভাল। যে লোকটা দু'দিন আগে নিজের স্বার্থের জন্য মানুষকে ভয় দেখিয়েছে, সেই মানুষ যদি বুথে বসে থাকে, মানুষ অন্য কাউকে ভোট দেবেন। তাই আমাদের নজর রাখতে হবে। কোনও নাককাটা, গালকাটা, কানকাটাকে বুথে বসতে দেওয়া যাবে না। সভ্য ভদ্র মায়েরা, দিদিরা, যাঁরা কাউন্সিলর ছিলেন, তাঁদের বুথে বসাতে হবে। বুথে বুথে জনসংযোগ ঠিক থাকলে দলকে কেউ হারাতে পারবে না বলেও এদিন জানান তিনি।

● বড়মা চক্ষুদানের পর এবারের ২২ ফুটের প্রতিমা। কষ্টিপাথরের নয়া মূর্তিটি অবশ্য রয়েছে মন্দিরেই। নৈহাটিতে।

কালীপুজোয় সুরা আবশ্যিক নয়, মত শাস্ত্রজ্ঞদের

মদ্যপানের সমর্থনে মায়ের বাহানা কেন?

অভিরূপ দাস

কালীপুজোয় সুরার রমরমা। এক এক পাড়ার মণ্ডপে প্রসাদের সঙ্গে এক এক ব্র্যান্ডের হুইস্কির বোতল। পুজো শেষ হওয়ার অপেক্ষা। তারপরেই ছিপি খুলে গলায় ঢালা শুরু। ও জিনিস ছাড়া নাকি পুজো হয় না!

এমন ধারণাকে সম্পূর্ণ অমূলক বলছেন শাস্ত্রজ্ঞরা। তাঁদের কথায়, কালীপুজোয় মদ লাগবেই এমন ধারণা ভুল। পুজোর থেকে মদ খাওয়াটাই যাঁদের কাছে প্রাধান্য পায় তাঁরাই মায়ের সামনে বোতল সাজিয়ে দেন। এর জন্য এক শ্রেণির পুরোহিতকেই দুষছেন শাস্ত্রজ্ঞরা। শাস্ত্রজ্ঞদের অভিযোগ, "কিছু পুরোহিত যে ব্র্যান্ডের সুরা খান তাই আনার বরাত দেন কর্মকর্তাদের। এমন পুরোহিতরা ভণ্ড।"

আদতে পাড়ায় পাড়ায় যে পুজো হয় তা মূলত শ্যামাকালী বা দক্ষিণা কালী। কী করে বোঝা যাবে তা? শাস্ত্রজ্ঞ ড. জয়ন্ত কুশারীর কথায়, যদি দেখেন মায়ের ডান পাটা শিবের বুকের ওপর, বাঁ পা পিছনের দিকে তবে তা দক্ষিণা কালী। দক্ষিণেশ্বর, কালীঘাটেও এই কালীরই পুজো হয়। ঠনঠনিয়া, ফিরিঙ্গি কালীবাড়িতে আবার বামাকালীর পুজো হয়। শাস্ত্রজ্ঞরা বলছেন, কোনও দক্ষিণাকালীর পুজোতেই মদের প্রয়োজন হয় না। মা তাঁদের কাছে মদ্যপায়ী নন। জয়ন্ত কুশারীর প্রশ্ন, "একবার ভাবুন তো, নিজের মাকে কোনওদিন ভালোবেসে মদ দিতে পারবেন?" যাঁরা বামাচারী বা বীরাচারী তাঁরা সুরা দিয়ে পুজো করতে পারেন। তবে সেখানেও নামীদামি হুইস্কির প্রয়োজন নেই। শাস্ত্রে মদের বিকল্পেরও উল্লেখ আছে। পুরোহিত শমিত শাস্ত্রী জানিয়েছেন, দোকান থেকে মদ যদি কিনতে না পারেন তাহলে কর্পূর, তুলসী পাতা, মধু, শর্করা, গঙ্গাজল মিশিয়েই কারণ বারি তৈরি করা যায়। শাস্ত্র বলছে, তা ব্যবহার করলেও কোনও ক্ষতি নেই।

সর্বভারতীয় প্রাচ্যবিদ্যা আকাদেমির অধ্যক্ষ জয়ন্ত কুশারীর দাবি, শাস্ত্রে কোথাও কালীপুজোয় মদ ব্যবহারের কথা লেখা নেই। উল্টে মদ বর্জন করতে বলা হয়েছে। এদিকে কালীপুজোর আগে শনিবার মদের দোকানের বাইরে লম্বা লাইন! যা দেখে জয়ন্ত কুশারী বলছেন, "যারা নেশা করে তারা মায়ের দোহাই দিয়ে মদ খাচ্ছে।"

শাস্ত্রে লেখা রয়েছে, "সম্বিধা সবযুরমধ্যে সম্বিধৈব গরীয়সী।" জয়ন্ত কুশারীর কথায়, শাস্ত্রে এই সম্বিধা কথার অর্থ সিদ্ধি। তবে সিদ্ধির জায়গায় শহরের উত্তর থেকে দক্ষিণে বারোয়ারি কালীপুজোয় মদের বোতলেরই রমরমা। জয়ন্ত কুশারীর কথায়, "ওই বোতল এনে কেউ কেউ বলেন, ঠাকুরমশায় একটু শোধন করে দিন। পুজো শেষ হতেই মদ খাওয়া শুরু।"

এহেন পুজোকে এক ধরনের বেলেল্লাপনা বলছেন শাস্ত্রজ্ঞরা। কীভাবে পুজো করা উচিত তা শেখাতে তাই উত্তর কলকাতার জোড়াসাঁকো দাঁ বাড়িতে কালীপুজোর প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করেছিল সর্বভারতীয় প্রাচ্যবিদ্যা আকাদেমি। অংশ নিয়েছিলেন কয়েকশো পুরোহিত। সেখানেই শেখানো হয়েছে পুজোর অ আ ক খ। কালীপুজো নিশিকৃত্য। রাত ন'টার আগে কালীপুজো শুরু করতে বারণ করছেন শাস্ত্রজ্ঞরা। সবচেয়ে ভালো ফল পেতে মহানিশায় পুজো করার নিদান দিয়েছেন তাঁরা।

মঙ্গলে বড়মা-দর্শনে নৈহাটি যেতে পারেন অভিষেক

স্টাফ রিপোর্টার, বারাকপুর: শতবর্ষ উপলক্ষে নৈহাটি রেল স্টেশন সংলগ্ন অরবিন্দ রোডের বড়মার নবনির্মিত মন্দিরের দারোদ্ঘাটনে আসার কথা ছিল তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সেদিন তিনি না আসতে পারলেও শুভেচ্ছাপত্র পাঠিয়েছিলেন। তবে আগামী ১৪ নভেম্বর মঙ্গলবার বিকেলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বড়মাকে পুজো দিতে আসবেন বলেই সূত্রের খবর। যদিও এবিষয়ে প্রকাশ্যে পুজো কমিটির তরফে কেউ কিছু বলতে চাননি। তবে পুলিশ প্রশাসনের তরফে এবিষয়ে প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে বলেই জানা গিয়েছে। ইতিমধ্যেই বড়মার ২২ ফুট উচ্চতার ঘন কালো কৃষ্ণবর্ণের প্রতিমা নির্মাণও শেষ হয়ে গিয়েছে। শনিবার মায়ের চক্ষুদানের পর সন্ধ্যা থেকেই শুরু হয়েছে সোনার অলংকার পরানো। রবিবার রাত ১২টায় শুরু হবে অত্যন্ত জাগ্রত মায়ের পুজো। তারপর রীতি মেনে নৈহাটির অন্যান্য কালীপুজো শুরু হবে। পুজো কমিটির অনুমান, শতবর্ষে অন্যান্য বারের ভক্তদের সব রেকর্ড ভেঙে যাবে। দণ্ডী কাটবেন ১৫ হাজারের বেশি মানুষ। আজ রবিবার থেকে চারদিন বন্ধ থাকবে বড়মার নবনির্মিত মন্দির। তাই আগের দিন শনিবার মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত কষ্টিপাথরের বড়মাকে পুজো দেওয়ার জন্য হাজারে হাজারে ভক্ত ভোর থেকেই ভিড় করেছিল।

■ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রসঙ্গত, আনুমানিক একশো বছর আগে নৈহাটি অরবিন্দ রোডে সুউচ্চ কালী প্রতিমার পুজো প্রথম শুরু করেন ভবেশ চক্রবর্তী। প্রথমে এই পুজো বড়কালী নামে প্রচলিত ছিল। পরবর্তীতে ভক্তদের মুখে মুখেই 'বড়মা' হিসাবেই পরিচিতি লাভ করে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতি বছর ভক্তরা বড়মার টানে পুজোর দিন নৈহাটিতে চলে আসেন। গত বছর কালীপুজোর আগেই পুজো কমিটির ঠিক করেছিল বড়মার পুজোর ১০০ বছর উপলক্ষে ফোটোর বদলে পাকাপাকিভাবে বসবে বড়মার কষ্টিপাথরের মূর্তি। মন্দির-সহ নির্মাণ করা হবে ভোগ খাওয়ার ঘর, অতিথি নিবাস, বৃদ্ধাশ্রম। এবিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী হন স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী পার্থ ভৌমিক এবং পুজো কমিটির সভাপতি তথা নৈহাটি পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক চট্টোপাধ্যায়। এরপরই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি দেশ-বিদেশের ভক্তদের অনুদানে তৈরি হয় মন্দির পুনর্নির্মাণের কাজ। সাড়ে চার ফুট উচ্চতার কষ্টিপাথরের মূর্তি নির্মাণ করেন রাজস্থানের শিল্পী ধর্মেন্দ্র সাউ। ভক্তদের দানে তৈরি ১০০ ভরি সোনার অলংকারে সাজানো হয় বড়মাকে। মায়ের নিচে শায়িত শিবকে সাজানো হয় রুপোর মুকুট, ত্রিশূল, পাদুকা-সহ অন্যান্য সাজ দিয়ে। লক্ষ্মীপুজোর দিন মায়ের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। পরেরদিন নবনির্মিত মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করেন সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিক। কালীপুজোর সময় যেভাবে মায়ের বাইশ ফুট উচ্চতার প্রতিমা তৈরি করে পুজো হয় সেই রীতি মেনে লক্ষ্মীপুজোর দিনই কাঠামো পুজো করা হয়েছে। বিগত বছরগুলির মতো এবছরও নৈহাটির শিল্পী শুভেন্দু সরকার প্রতিমা তৈরি করছেন। নৈহাটি বড়কালী পুজো সমিতির কমিটির সম্পাদক তাপস ভট্টাচার্য বলেন, সোমবার ভোর থেকে ১০০ ঘণ্টা প্রসাদ বিতরণ হবে। শতবর্ষ উপলক্ষে পুজোর আগে ১০০টি জায়গায় ১০০টি করে শাড়ি দেওয়া হয়েছে। পুজোর কদিন নবনির্মিত মন্দিরে প্রবেশ বন্ধ থাকবে। এই দিনগুলোতে মন্দির সংলগ্ন অরবিন্দ রোডে সুউচ্চ বড়মার দর্শন করা যাবে।

স্বীকৃতি রদে তদন্ত, আশ্বাস ব্রাত্যর

সংবাদ প্রতিদিন ব্যুরো : পর্যাপ্ত পরিকাঠামো না থাকার অভিযোগে এ বছর ২৫৩টি বেসরকারি বিএড কলেজকে স্বীকৃতি (অ্যাফিলিয়েশন) পুনর্নবীকরণের অনুমোদন দেয়নি বাবাসাহেব আম্বেদকর এডুকেশন ইউনিভার্সিটি। কেন একসঙ্গে এত সংখ্যক বিএড কলেজের স্বীকৃতির পুনর্নবীকরণ করা হল না, তা উচ্চশিক্ষা দপ্তরের তদন্তের আওতায় আনা হবে বলে জানালেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। একই সঙ্গে রাজ্যপাল-আচার্য নিযুক্ত অন্তর্বর্তী উপাচার্যদের 'পরিযায়ী উপাচার্য' বলেও কটাক্ষ করেন তিনি।

শনিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলির জামতলায় একটি প্রতিবাদ সভায় অংশ নেন ব্রাত্য। সভায় ছিলেন বিধায়ক শওকত মোল্লা ও কুলতলির বিধায়ক গণেশ মণ্ডল। কুলতলিতে এসে বিধায়ক গণেশ মণ্ডলকে দুর্নীতির অভিযোগে জেলে পোরার হুমকি দিয়েছিলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তারই পালটা সভা করে তৃণমূল। ২৫৩টি বিএড কলেজের অনুমোদন না পাওয়ার বিষয়ে সাংবাদিকদের তরফে প্রশ্ন করা হলে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, "এই পরিযায়ী উপাচার্যরা, অনুপ্রবেশকারী উপাচার্যরা এভাবে রাজ্যের সিস্টেম খারাপ করতে পারে। সবাই জানে স্কুলে চাকরি পাওয়ার জন্য বিএড করা আবশ্যক। ফলে কী হয়েছে, কেন করেছে জানি না। দফতর থেকে একটা ফর্ম্যাল তদন্ত করে দেখব।"

স্বীকৃতির পুনর্নবীকরণের অনুমোদন না পেয়ে অনিশ্চয়তায় মুখে পড়েছে ২৫৩টি

■ কুলতলিতে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু।

বিএড কলেজ

বেসরকারি বিএড কলেজ। সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজতে এদিন বোলপুরের একটি বেসরকারি মেডিকল কলেজের সভাগৃহে একত্রিত হন রাজ্যের বিএড কলেজের মালিক ও প্রতিনিধিরা। কনভেনশন থেকে কলেজের অনুমোদন বাতিল করার অধিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের নেই বলেই দাবি তোলেন তাঁরা। বৈঠকের পর কলেজ মালিক কর্তৃপক্ষ মলয় পীট, অক্ষয়কুমার বর্মন, শান্তিনাথ সরকার, অনিল চক্রবর্তী বলেন, "অনুমোদন বাতিল করার কোনও অধিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের নেই। এনসিটিই যতক্ষণ না পর্যন্ত বাদ দেয়, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষমতা নেই কলেজের স্বীকৃতি বাতিল করার।" তাঁদের বক্তব্য, এই সিদ্ধান্তের ফলে শুধুমাত্র পড়ুয়ারা বিভ্রান্ত হবেন ও উচ্চশিক্ষায় বঞ্চিত হবেন শুধু তা নয়। রাজ্যে ২৫৩টি বিএড কলেজ অনিশ্চয়তার মুখে পড়বে। এই প্রেক্ষাপটে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা নিয়ে একাধিক অভিযোগ ও প্রশ্ন তোলা হয়েছে কলেজ মালিকদের তরফে। পুরো বিষয়টি সম্পর্কে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ আধিকারিকদেরও জানানো হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে বোলপুরের কনভেনশন থেকে। প্রসঙ্গত, রাজ্যের বিএড বিশ্ববিদ্যালয় যে ২৫৩টি বিএড কলেজের অনুমোদন বাতিল করেছে, তার মধ্যে মোট পাঁচটির মালিক কেষ্ট-ঘনিষ্ঠ মলয় পীট। পাঁচটির মধ্যে তাঁর তিনটি ঝাঁ-চকচকে বিএড কলেজ রয়েছে বীরভূমেই।

৬২৪টি কলেজ রয়েছে বাবাসাহেব আম্বেদকর এডুকেশন ইউনিভার্সিটির অধীনে। এর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ক্যাম্পাস মিলিয়ে ২১টি সরকারি, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত ও সরকার পোষিত। এই ২১টি-সহ মোট ৩৭১টি কলেজকে এবছর অনুমোদন দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। যার ফলে এক ধাক্কায় কমে গিয়ে বিএড-এর আসনসংখ্যা। গত বছর ৬২৪টি কলেজ মিলিয়ে আসন সংখ্যা প্রায় ৫৩ হাজার ছিল। যা এ বছর কমে প্রায় ৩৩ হাজারে এসে দাঁড়িয়েছে। এক ধাক্কায় প্রায় ২০ হাজার আসন কমে গিয়েছে। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই শেষ হয়ে গিয়েছে শিক্ষক প্রশিক্ষণের কোর্সগুলিতে পড়ুয়া ভর্তির প্রক্রিয়া। আসনসংখ্যা কমলেও সব আসনে পূরণ হয়নি। এ বছর যে কলেজগুলি অনুমোদন পেয়েছে সেগুলিতে প্রায় ৩০ হাজার পড়ুয়া ভর্তি হয়েছে। ফাঁকা প্রায় ৩ হাজার আসন।

নেতাকে নেতার খুনের হুমকি, বিব্রত বিজেপি

স্টাফ রিপোর্টার, ডায়মন্ডহারবার: নিজের দলের এক নেতার বিরুদ্ধে মারধর ও খুনের হুমকির অভিযোগ তুললেন ডায়মন্ডহারবার সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক। বিষয়টি দুজনের সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বলে মন্তব্য করেছে জেলা বিজেপি নেতৃত্ব। জেলায় সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ খাঁ, ৭ নভেম্বর ডায়মন্ডহারবার পুলিশ জেলার এসপি রাহুল গোস্বামীকে লিখিত অভিযোগে জানান, গত বছর ২৫ ডিসেম্বর রাজনৈতিক এক বিতর্কের জেরে তাঁর দলের নেতা ফলতার মহাদেবপুরের বাসিন্দা সাংগঠনিক জেলা কমিটির প্রাক্তন কনভেনর ও বর্তমানে বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য নীতীশ মণ্ডল তাঁর উপর শারীরিক অত্যাচার করেন। ১৯ বছরের ক্যানসার আক্রান্ত কন্যার স্বেচ্ছামৃত্যুতে প্ররোচনা দেন। এই সংক্রান্ত তথ্যপ্রমাণের অডিও রেকর্ড রয়েছে বলেও পুলিশকে জানান। অভিযোগপত্রে বিশ্বজিৎ খাঁ লিখেছেন, দলের ভাবমূর্তি নষ্ট হবে ভেবেই তখন তিনি কোনও পদক্ষেপ নেননি। দলীয় উচ্চ নেতৃত্ব সব জেনেও নীতীশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া। জেলা বিজেপির সহ-সভাপতি সুফল ঘাটু বলেন, "দুপক্ষের ভুল বোঝাবুঝি থেকেই এমন ঘটনা। দুজনের সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বিষয়। দলের কোনও যোগ নেই।"

■ পান্নালোকে শ্যামাপুজোর অনুষ্ঠানের একটি মুহূর্ত। মঞ্চে গান গাইছেন প্রাক্তন সাংসদ কুণাল ঘোষ। যন্ত্র সঙ্গতে সাংসদ ডা. শান্তনু সেন। দমদমে শনিবার। —প্রতিদিন চিত্র

চাহিদা এক কোটি, জবার মালার দাম সেঞ্চুরি পার

নব্যেন্দু হাজরা

এই দিনটা পদ্ম বা অন্য কোনও ফুলের নয়। দিনটা শুধু জবার।

তার খোঁজেই হন্যে আম গেরস্ত। একটু টাটকা হবে না! হাওড়ার মল্লিক-ঘাট ফুলমার্কেট থেকে শহরের গড়িয়াহাট বা মানিকতলা বাজার, সর্বত্রই ক্রেতাদের এক চাহিদা। আর সেই চাহিদাতেই পুজোর আগের দিনই ঝড়ের বেগে দাম তুলছে জবা। যেমনটা দিনকয়েক আগে কোহলির ব্যাটে রান উঠেছিল ইডেনে। একাধিক বাজারে শনিবারই সেঞ্চুরি পার করেছে ১০৮ জবার মালা। অনেকে তো অর্ডার দিয়ে টাকা অ্যাডভান্স করে রেখে যাচ্ছেন আজ মালা নিয়ে যাবেন বলে। দামের নিরিখে জবাকে সমানে টক্কর দিচ্ছে পদ্ম, অপরাজিতা, এমনকী, বেলপাতাও।

ব্যবসায়ীরা জানাচ্ছেন, গত বর্ষায় নিম্নচাপজনিত বর্ষণে রাজ্যের ফুলচাষ পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, হাওড়া, নদিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলার ভীষণ ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল। ফলস্বরূপ শারদীয়া মরশুমের দুর্গা ও লক্ষ্মীপুজোতে পদ্ম, রজনী, দোপাটি-সহ সমস্ত ফুলের দাম ছিল আকাশছোঁয়া। আর এবার পালা জবার। শনিবার কলকাতার মল্লিকঘাট ফুলবাজার-সহ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কোলাঘাট, দেউলিয়া, কেশাপাট প্রভৃতি পাইকারি ফুলবাজারে দাম ছিল বেশ চড়া। রজনীগন্ধা ৩৫০-৪০০ টাকা প্রতি কেজি, দোপাটি ১০০ টাকা, অপরাজিতা ৩০০ টাকা, লাল গাঁদা ৭০-৭৫ টাকা, হলুদ গাঁদা ৮০-৯০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হয়েছে। এছাড়া পদ্ম ৩৫-৪০ টাকা, গোলাপ ৩ টাকা প্রতি পিস তিন ফুট সাইজের লাল গাঁদার মালা ১২-১৫ টাকা, হলুদ গাঁদার মালা ১৮-২০ টাকা প্রতি পিস দরে বিক্রি হয়েছে। খুচরো বাজারে গিয়ে সেই দাম আজ দ্বিগুণ হওয়ার আশঙ্কা। আর জবা? জবা ৭০-৮০ টাকা/প্রতি শ'দরে শনিবার পাইকারি বাজারে বিকিয়েছে। ১০৮ ফুলের মালা গাঁথার পর বহু খুচরো বাজারে যার দাম সেঞ্চুরি পার করেছে। আজ পুজোর দিন বাজারভেদে সেই দাম আরও অনেকটাই বাড়বে বলেই জানাচ্ছেন ব্যবসায়ীরা।

সারা বাংলা ফুলচাষি ও ফুলব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক নারায়ণচন্দ্র নায়ক বলেন, "মাস দেড়েক আগে চলা নাগাড়ে বৃষ্টিতে ফুলের চাষ ভীষণভাবে ক্ষতির মুখে পড়েছিল। যার প্রভাবে শারদীয়া পুজো মরশুমে দুর্গা ও লক্ষ্মীপুজোয় ফুলের দাম ছিল আকাশছোঁয়া। কালীপুজোতেও দাম তো হবেই। বিশেষত জবার মালার।

রাজ্যে এদিন এক কোটি জবার চাহিদা থাকে। কালীপুজোর দিনে সেই চাহিদা মেটাতে এক সপ্তাহ আগে থেকেই ফুল তুলে হিমঘরে মজুত করেন ফুলচাষিরা। ফুলচাষিদের কথায়, আগে থেকে ফুল কিনে রাখলে লাভ অনেক বেশি। শুধু লাভই নয়, একদিনে এত জবার জোগান দেওয়াও সম্ভব হয় না। মূলত হাওড়ার বাগনান, কোলাঘাট, পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুর, পূর্ব মেদিনীপর, নদিয়া থেকেই ফুল আসে হাওড়ার ফুলবাজারে। তার পরই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে তা নিয়ে যাওয়া হয়। ফুলচাষিদের কথায়, পুজোর সময় থেকেই দাম বাড়ে সব ফুলের। কোনওটার কম। কোনওটার বেশি। এবারও হয়েছে।

একাদশের রেজিস্ট্রেশন

স্টাফ রিপোর্টার : লেট-ফাইন ছাড়া একাদশের রেজিস্ট্রেশনের ফর্ম পূরণের সময়সীমা আগে বাড়িয়েছিল উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। এবার লেট-ফাইন সহ রেজিস্ট্রেশনের সময়সীমা বাড়ানো হল। ৩০ নভেম্বর মধ্যরাত পর্যন্ত অনলাইনে রেজিস্ট্রেশনের ফর্ম পূরণ করা যাবে। পরে আর সময় বাড়ানো হবে না।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ
বিজ্ঞপ্তি
১লা নভেম্বর, ২০২৩ থেকে কেন্দ্রীয় সরকার কেরোসিন তেলের দাম পুনর্নির্ধারণ করেছে।
এর ফলে, নভেম্বর মাসের প্রাপ্য নীল কেরোসিন তেল যা কলকাতা - বিধাননগরের স্থানীয় বিক্রেতার কাছে ১লা নভেম্বর, ২০২৩ বা তার পরে পৌঁছবে, তার দাম লিটার প্রতি ৭৬ টাকা ৭৭ পয়সা থেকে ৮১ টাকা ৩৯ পয়সার মধ্যে হবে।
আদেশানুসারে
অধিকর্তা, ভোগ্যপণ্য অধিকার
ICA-N598(3)/2023

₹২.৫০ কোটির সদ্য বিজেতা
ডিয়ার ৫০০ মাথলি লটারি তে
এখন বিক্রি চলছে
পাঞ্জাব স্টেট ডিয়ার দিওয়ালি বাম্পার ২০২৩
ড্র এর তারিখ ১৮-১১-২০২৩ সন্ধ্যা ৬ টা থেকে
গ্যারান্টিড বিজয়ীর জন্য প্রথম পুরস্কারের পরিমাণ ₹৭.৫০ কোটি
₹2.5 Crores x 3 Prizes
প্রথম পুরস্কার ড্র হবে শুধুমাত্র বিক্রি হওয়া টিকিটের মধ্যে
টিকিট মূল্য ₹৫০০
"আরও অনেক আকর্ষণীয় পুরস্কার"
বিষদে জানতে ফোন করুন (টোল ফ্রি):1800 103 6711 (WB)
মঞ্জুশ্রী সঞ্জয় দোলে
মুম্বাই, মহারাষ্ট্র
ড্র এর তারিখ:১২.০৮.২০২৩
টিকিট নং : ৬৪৬৭৮৩

প্রতিদিন SANGBAD PRATIDIN নিবেদিত
দুগ্গা দুগ্গা
আবহমান অ্যাওয়ার্ড
আড্ডা, গান, পুরস্কার বিতরণ
গত এক দশকে দুর্গাপুজোর হাত ধরে উঠে এসেছে থিম মিউজিক।
থিম মিউজিক সংরক্ষণে জোট বেঁধেছে একদল পুজোপাগল।
তৈরি হয়েছে পুজোর থিম মিউজিকের
প্রথম ওয়েব আকাইভ 'দুগ্গা দুগ্গা'।
আকাইভ হওয়া সেরা গান-আবহ-কে
স্বীকৃতি দিতেই এই আবহমান অ্যাওয়ার্ড।
১৪ নভেম্বর, ২০২৩, মঙ্গলবার
বাঘাযতীন তরুণ সংঘের দেবালয় প্রাঙ্গন, সন্ধ্যা ৬,১৫ মিনিটে
আয়োজনে—
জোয়ার Bangla Folk Band
।। সকলের সাদর আমন্ত্রণ ।।

'ভুবনমোহন রূপটি কোথায় পেলি মাগো বল মা শ্যামা'
সকলকে কালীপুজোর আন্তরিক শুভনন্দন
জয় মা কালী
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
ICA-D2063(21)/2023